ধর্মব্যবসায়ীদের ভয়াবহ জালিয়াতি! কিছু নমুনা

হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী আদর্শিকভাবে দাঁড়াতে না পেরে জালিয়াতির পথ বেছে নিচ্ছে। হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে তাদের শত শত জালিয়াতি থেকে কয়েকটি নমুনা এই পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হলো...

জালিয়াতি ১

This article is more than **3 years old**

Muslim woman receives death threats after leading prayers in Kerala

Jamida Beevi thought to be first woman to lead Friday prayers in India for a mixed congregation

368

Jamida Beevi at her rented home home in Kozhikode. Photograph: TA Ameerudheen/Scroll.in

A Muslim woman in the southern Indian state of Kerala has received death threats after leading prayers for a mixed congregation in an act of defiance against established Islamic practice.

Jamida Beevi is thought to be the first woman to lead Friday prayers in India for both male and female worshippers, doing so at Wandoor Cherukod village in Malappuram last week. She also delivered a sermon on gender justice.

"I believe in the Qur'an and the Qur'an teaches equality between the sexes. All this discrimination against women is manmade, imposed by the male clergy and I want to change it," said Beevi, 34, speaking to the Guardian by phone on Tuesday.

দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়-এই মহিলা ভারতের কেরালায় পুরুষদের নামাজের ইমামতি করার কারণে হত্যার হুমকি পেয়েছেন।

Traditionally a male imam leads prayers, except when the congregation is all female.

▲ Jamida Beevi leading the Friday prayers on Friday Photograph: TA Ameerudheen/Scroll.in

ছবিটি দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি খবরে প্রকাশিত হয় ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ সালে। দ্য গার্ডিয়ানের ভাষ্যমতে জানা যায়, ভারতের কেরালা রাজ্যের এই মহিলা ইমাম পুরুষদের নামাজের ইমামতি করেন। যার ফলে তিনি হত্যার হুমকি পান

এবার ছবিটি দ্বিতীয়বার লক্ষ করুন। দেখতে পাবেন ভারতের কেরালা রাজ্যের ওই নামাজের ছবিটি এডিট করা হয়েছে। এডিট করে একজন পুরুষ মুসল্লির জায়গায় হেযবুত তওহীদের এমামের মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর ফেসবুকে ছবিটি প্রচার করেছেন শফিকুল আলম নামের একজন ধর্মব্যবসায়ী।

Shafikul Islam is 🙂 feeling happy.
July 25, 2020 ·

মহিলা ইমামতি করছে? সেলিম কি মহিলা নিয়ে নামাজ পড়ে?
হিযবুত তাওহিদের কর্মকান্ড কী? জানতে হলে
আপনাকে ভিডিওটি ভাল করে দেখতে হবে।
সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে 👇নিচে দেয়া লিংকে ক্লিক করুন।
https://youtu.be/2RDWEO5q44k
কেদে কেদে কি দোয়া করলেন আল্লামা আহমাদ শফী.
দেখে কান্না থামাতে পারবেন না। দেখুন👇ভিডিওটি।
ক্লিক করুন👉 https://youtu.be/KqQwsMiNF4A
মজার ঘটনা https://youtu.be/7Pvx0S-HAmg

58 28 Comments 1K Shares

জালিয়াতি করা ধর্মব্যবসায়ীর চেহারা দেখুন। সে ওয়াজ মাহফিলে বয়ান করে থাকে। তার একটি ওয়াজের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ধরনের মিথ্যুক ও জালিয়াতকারীরা ওয়াজ মাহফিলে মানুষকে কী ধরনের ইসলাম শেখায় তা সহজেই অনুমেয়।

জালিয়াতি ২

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২১ অক্টোবর, ২০২০ ২১:০০

ইমামের ছেলেকে মাদরাসা মুহতামিমের বলাৎকার!

প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের মুহতামিম কর্তৃক ছাত্রকে বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার মাদরাসায়ে আনোয়ারে মদিনা ফদ্রখলা মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা নোমান কবীর এ ঘটনা ঘটায়। বলাৎকারের শিকার ওই ছাত্র একটি মসজিদের ইমামের ছেলে। এ ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় চলছে।

এদিকে এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে গ্রাম্য মাতব্বররা রফদফা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার সকালে ফদ্রখলা গ্রামের মুরব্বি শওকত, ছোবান, মর্তুজ আলী রফাদফার চেষ্টা চালান। গ্রাম্য মাতব্বরের তিন সদস্যের এই দল নির্যাতিত ছাত্রের বাড়ি চুনারুঘাট উপজেলার রামশ্রী গ্রামে যায়। সেখানে ওই পরিবারের কাছে আগামী শুক্রবারের মধ্যে মাদরাসা থেকে ওই মুহতামিমকে বহিষ্কার করা এবং উপযুক্ত বিচার পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এ সময় ওই বিষয়টি যাতে র‍্যাব বা পুলিশ কেউ না জানে সে বিষয়েও হুসিয়ারি দেন মাতব্বররা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ মাদরাসার ছাত্রদের সাথে এমন খারাপ কাজ করে আসছেন মুহতামিম। এর আগেও কয়েকবার কয়েকটি বিষয়ে সালিস করে সমাধান করে দেওয়া হয়েছে। তার এমন আচরণে মাদরাসার শিক্ষকরা চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এটি কালের কণ্ঠ পত্রিকার অনলাইনে প্রকাশিত একটি খবর। ইমামের ছেলেকে মাদ্রাসার মুহতামিমের বলাৎকার। অর্থাৎ এক আলেমের ছেলেকে বলাৎকার করেছে আরেক আলেম। ঘটনার বিস্তারিত আপনারা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছেন।

আরিফ জামশেদ
Admin · 4 November at 01:22 ·

জঙ্গীদল হেযবুত তওহীদে শুধু নারী নয় শিশুদেরও ধর্ষণ হয় । কিন্তু খবরগুলো বাইরে আসার আগেই মিটিয়ে ফেলা হয় দলের ইমেজ রক্ষার জন্য ।
অথচ তারাই আবার রাত দিন খবর ছড়ায় মাদ্রাসায় শিশু বলাৎকারের । যেন মানুষ মাদ্রাসা ও আলেমদের থেকে দুরে সরে যায় ।
আসলে মাদ্রাসায় কখনোই শিশু বলাৎকার হয়না ।একজন হুজুরও ধর্ষক নয় । নাস্তিকদের ফাদে পড়ে আজ অনেকেই তাদের সাথে সুর মিলিয়ে বলছে মাদ্রাসায় ধর্ষন বন্ধ করতে হবে । একটা মিথ্যা শতবার বললে সেটা সত্যে পরিনত হয় । এই থিওড়িকে কাজে লাগিয়ে নাস্তিকদের পালা জঙ্গীদল হেযভুত তওহীদ সাধারন মানুষকে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আলেমদেরকে ধর্মব্যবসায়ি , ধর্ষক হিসেবে উপস্থাপন করতে নানান কুটকৌশল করে চলছে ।
এমনকি এক্ষেত্রে ধর্ষক প্রমান করতে তারা রাস্তায় হঠাৎ ৬/৭ জন মিলে দাড়িয়ালা একজনকে আটকে মহিলার নামে অপবাদ দিয়ে hypnotize করে & কিছু মানুষ দিয়ে ধর্ষণের গল্প সাজিয়ে ভিডিও করে আলেমদের নামে অপবাদ দিচ্ছে জঙ্গীদল হেযবুত তওহীদ ।
আর প্রতিনিয়ত কিছু মানুষ দিয়ে ধর্ষণের গল্প সাজিয়ে ভিডিও করে আলেমদের নামে অপবাদ দিচ্ছে জঙ্গীদল হেযবুত তওহীদ যেমনটা বিবিসি, ৭১ টিভিরা করে । আমার পেজ এবং চ্যানেলে প্রমানসহ ভিডিও দেয়া আছে কিভাবে প্রশাসনকে হাত করে আলেমকে ধর্ষক হিসেবে উপস্থাপন করে ।
এক লামাযহাবি হুজুর দেখলাম সে "মাদরাসাগুলোতে যৌন নিগ্রহের ৮ কারণ ও প্রতিকার" শিরোনাম দিয়ে লাইভে খুব জোরাল বক্তব্য দিচ্ছে । এই লামাযহাবিগুলো সমাজের ইসলামের কোন উপকারে আসেনা । এরা সমাজের এমনই ময়লা যে সবজায়গায় দুর্গন্ধ ছড়ায় ।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২১ অক্টোবর, ২০২০ ২১:০০

হযবুত তওহীদের শাখা অফিসারের শিশু বলাৎকার

এবার দেখুন ধর্মব্যবসায়ীদের জালিয়াতি। আরিফ জামিল নামের এক ধর্মব্যবসায়ী কালের কণ্ঠের শিরোনাম এডিট করে লিখেছে- হেযবুত তওহীদের শাখা অফিসারের শিশু বলাৎকার! কালের কণ্ঠের লোগো আছে, তারিখ আছে, ছবি আছে, সব ঠিক আছে, শুধু শিরোনাম পরিবর্তন করে ফেলেছে।

এই সেই জালিয়াতী করা ধর্মব্যবসায়ীর চেহারা। দাড়ি টুপি ইত্যাদি দেখে কার না ভক্তি করতে ইচ্ছা হবে? অথচ এই ধর্মব্যবসায়ীরা নির্দ্বিধায় জেনে বুঝে মিথ্যা তৈরি করছে ও প্রচার করছে।

জালিয়াতি ৩

আপনারা একটি পোস্টার দেখতে পাচ্ছেন, এটি জনৈক সেলিম নামের ব্যক্তির ধর্ষণের বিচার চেয়ে বানানো হয়েছে। সেই ব্যক্তির চেহারা পোস্টারে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এই পোস্টার কে বানিয়েছে কার বিরুদ্ধে বানিয়েছে তা আমাদের জানা নেই।

এবার দেখুন ধর্মব্যবসায়ীদের জালিয়াতি। তারা পোস্টারের ছবি এডিট করে হেযবুত তওহীদের এমামের মাথা যোগ করে দিয়েছে। তারপর সেই ছবিটি ফেসবুকে প্রচার করে লিখেছে শত শত নারীর ইজ্জত হরণকারী সেলিমের ফাঁসি চাই। এতবড় জালিয়াতিটা কে করেছে তার আইডি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।

এই সেই ধর্মব্যবসায়ী। চেহারা দেখে মনে হতে পারে কতই না বুজুর্গানে দ্বীন।
অথচ তার অপকর্ম আপনারা নিজের চোখেই দেখলেন।

জালিয়াতি ৪

শুক্রবার। ২১ জুন ২০১৯। ৭ আষাঢ় ১৪২৬। ১৭ শাওয়াল ১৪৪০

কালের কণ্ঠ

আজকের পত্রিকা ▾ অনলাইন ▾ ফিচার ▾ ইসলামী জীবন বিচিত্র এক নজ

ই-পেপার English

- আশিকুলকে অবৈধ অস্ত্র দিয়েছিল কারা? (২১ জুন, ২০১৯ ০৮:৩০)

আবাসিক হোটেল থেকে আপত্তিকর অবস্থায় ৩০ নারী-পুরুষ আটক

কালের কণ্ঠ অনলাইন

Share

২৮ আগস্ট, ২০১৮ ১০:৫৮ | পড়া যাবে ২ মিনিটে

অ- অ অ+

ফরিদপুর শহরের দুটি আবাসিক হোটেলে সোমবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় আবাসিক হোটেল দুটি থেকে ৩০ নারী-পুরুষ

কালের কণ্ঠ পত্রিকার একটি খবর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ফরিদপুরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তিরিশজন নারী-পুরুষকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

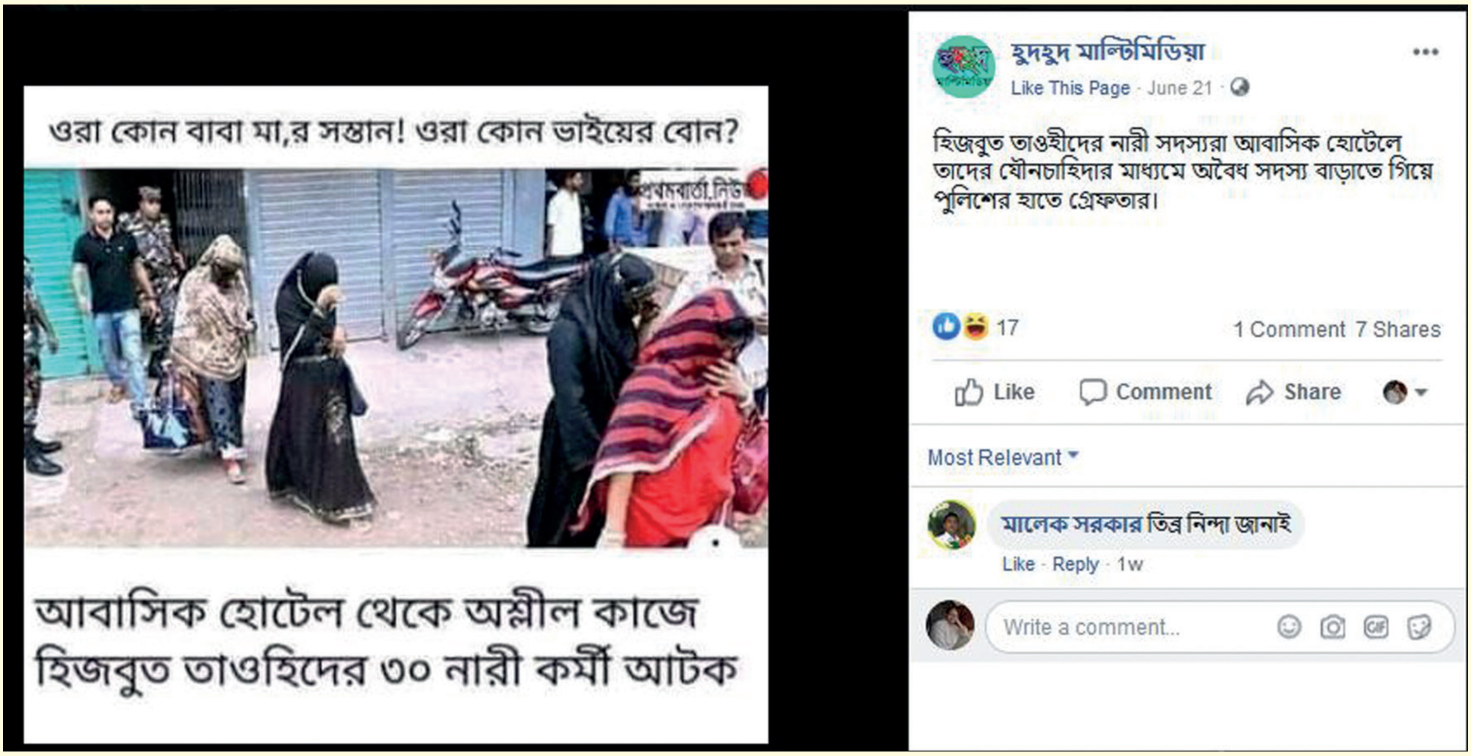

এবার দেখুন কালের কণ্ঠ পত্রিকার খবরটি কীভাবে জালিয়াতি করে শিরোনাম বদলে ফেলা হয়েছে। কালের কণ্ঠের ছবি ব্যবহার করে ক্যাপশনে লিখেছে, আবাসিক হোটেল থেকে হেযবুত তওহীদের নারী কর্মী আটক। হুদহুদ মল্টিমিডিয়া নামের ধর্মব্যবসায়ীদের একটি পেজ থেকে জালিয়াতিটা করা হয়েছে।

জালিয়াতি ৬

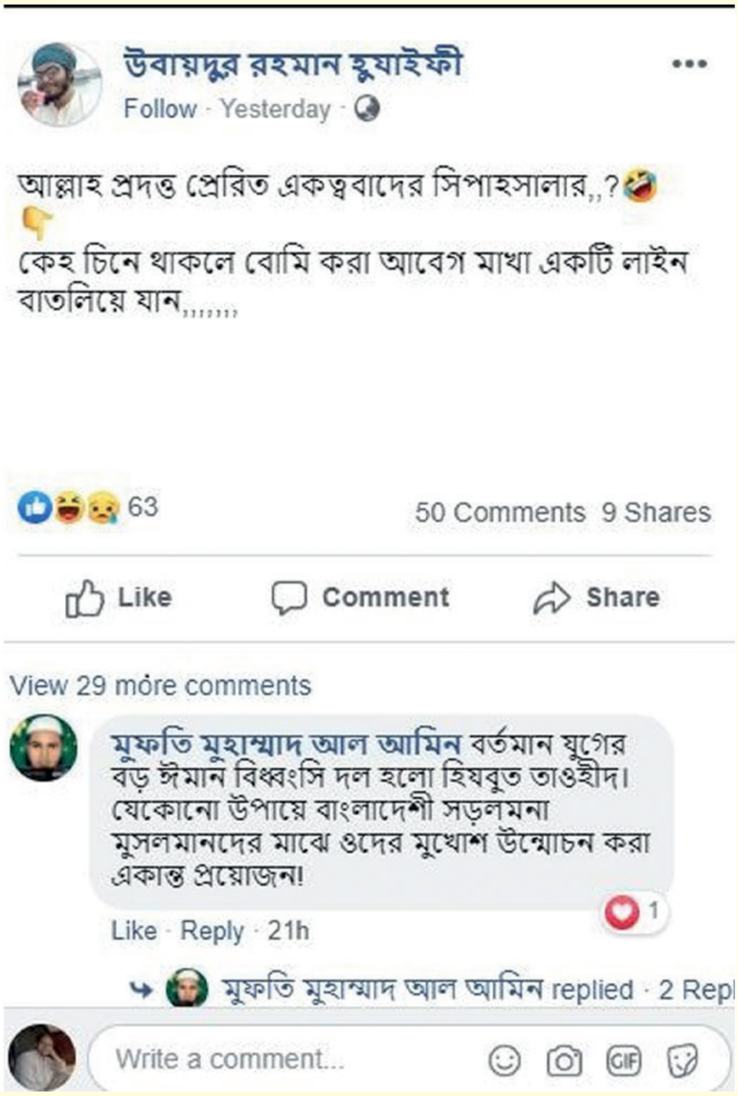

এটি একটি ভারতের পর্ণ ভিডিওর স্ক্রিনশট। এই পর্ণ ভিডিওর স্ক্রিনশট নিয়ে হেযবুত তওহীদের এমামের নামে চালিয়ে দিয়েছে মুফতী উবায়দুর রহমান হুযাইফী নামের একজন মাওলানা। আপনারা তার পোস্টটা দেখতে পাচ্ছেন।

এই সেই চরিত্রহননকারী উবায়দুর রহমান হুযাইফির চেহারা। টাকার বিনিময়ে মানুষকে ধর্মের কথা ওয়াজ করে, অথচ নিজে শরিয়াবিরোধী কর্মকাণ্ড চালায়, নির্দোষ মানুষের চরিত্র হনন করে।

উবায়দুর রহমান হুযাইফী
July 6 at 9:41 PM ·

👉মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়,
👉মানুষের মাঝে সেই উত্তম যে ভুল করে বসলে অনুতপ্ত হয়,,
👉ভুল করে অনুতপ্ত হওয়াটাও একটা মহৎ গুণ, যা অহংকারীরা পারে না,
👉তাই আমার সেই ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী
যা বিনা তাহক্কীকের বাঙ্গালীর তালে পড়ে আমিও হিযবুত তাওহীদের এমামের পিক মনে করে পোস্ট করে বসেছিলাম,,
👉যে কাজ টা একজন করেনি তা আমাদের বলা টা কারোরই ঠিক হয়নি,,সে যত খারাপই হোক না কেন?
(যদিও সে ছবির থেকেও জঘন্য,কারণ আল্লাহ বলেন, ফিৎনা হত্যা থেকেও জঘন্য,আর সে তাই করছে যা ছবিটির থেকেও ভয়ংকর,দুয়া করি আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিক)
👉যাইহোক সামনের থেকে দলীল ভিত্তিক আলোচনা দিয়ে হক্ক বাতিলের পার্থক্য করার প্রয়াস চালাবো ইংশা আল্লাহ,,,,,,

104 · 12 Comments 2 Shares

Like · Comment · Share

অবশেষে জালিয়াতি ফাঁস হবার পর ধর্মব্যবসায়ী উবায়দুর রহমান হুযাইফী ক্ষমাপ্রার্থনা ও দুঃখপ্রকাশ করে ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, ভুয়া ছবি প্রচার করে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অবশেষে তিনি ক্ষমা চান। তিনি বলেছেন, যাচাই বাছাই না করেই হুজুগে বাঙালির তালে পড়ে নাকি তিনি এই মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছিলেন।

জালিয়াতি ৬

কুমিল্লার একটি হোটেলে বসে ধর্মব্যবসায়ীরা একটি ছেলেকে দিয়ে বলায়- হেযবুত তওহীদে যোগ দিলে টাকা পাওয়া যায়। আপনারা ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের ভাড়া করা ছেলেটাকে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন।

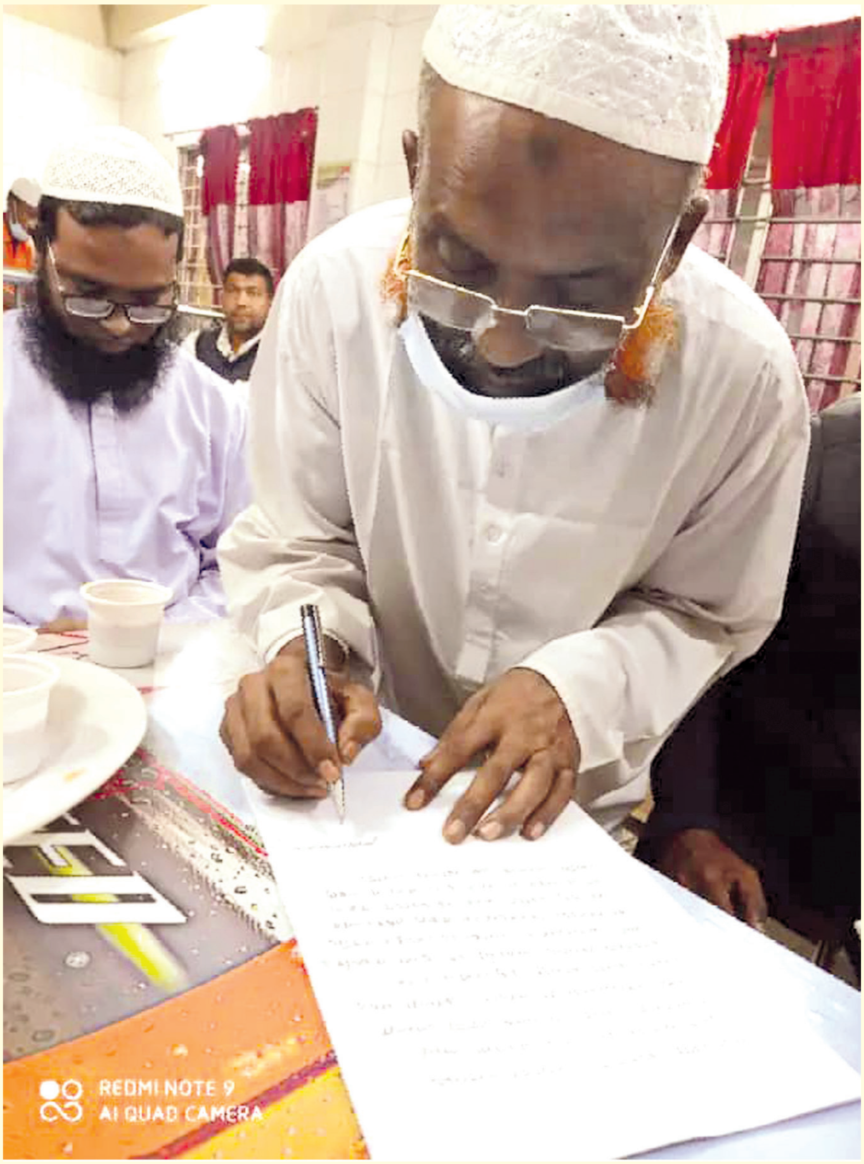

মিথ্যা গুজব রটানোর বিরুদ্ধে হেযবুত তওহীদ আইনী পদক্ষেপ নিলে পুলিশ ওই ধর্মব্যবসায়ীদের খুঁজে বের করে। তারপর ধর্মব্যবসায়ীরা মুচলেকা দিয়ে ক্ষমা চায় এবং তাদের বক্তব্য যে মিথ্যা ছিল সেটা স্বীকার করে নেয়। আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন একজন গুজব রটনাকারী মুচলেকায় সাক্ষর দিচ্ছেন।

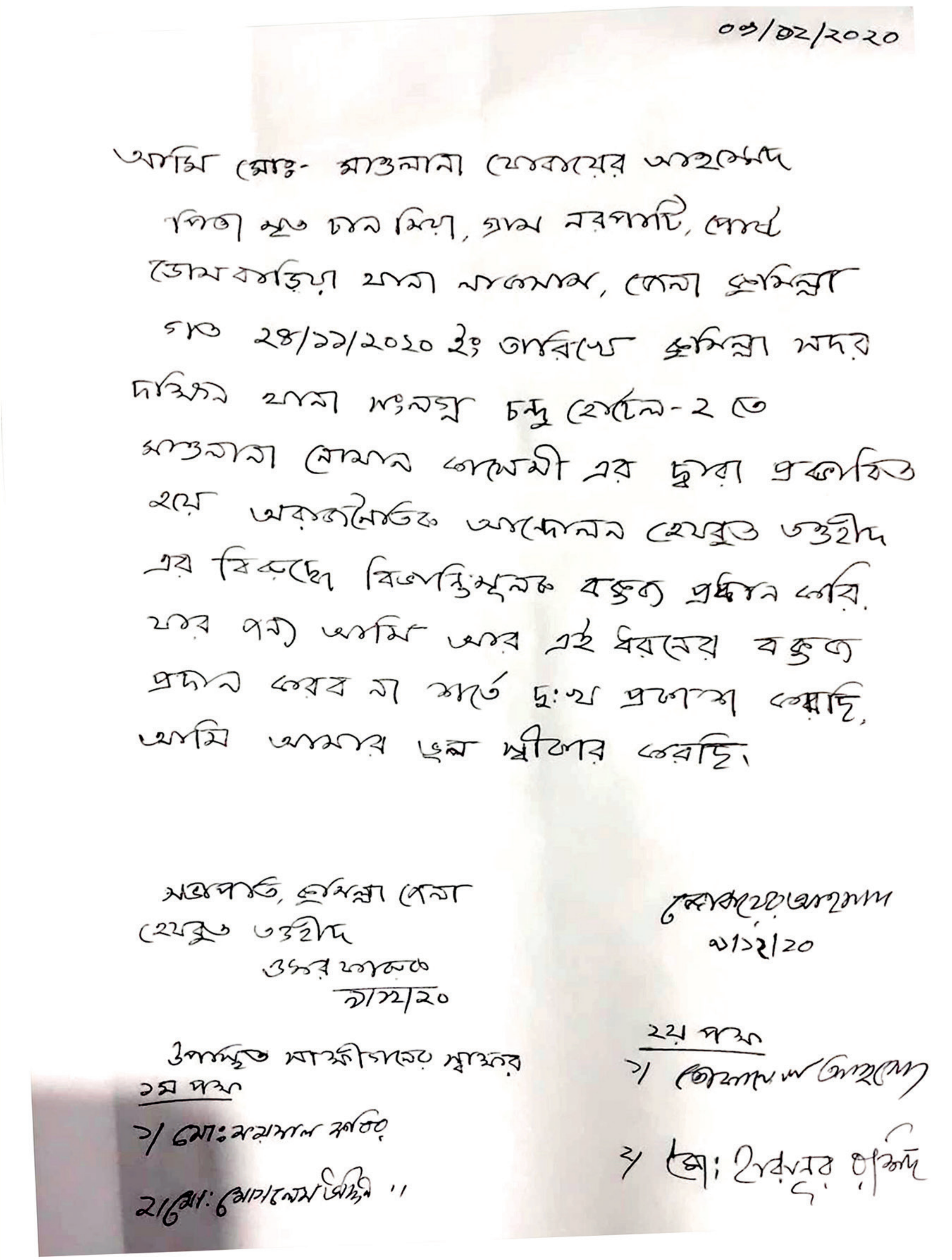
০৩/১২/২০২০

আমি মোঃ মাওলানা যোবায়ের আহমেদ
পিতা মৃত চান মিয়া, গ্রাম নরপাটি, পোষ্ট
ভোমরকাড়িয়া থানা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা
গত ২৪/১১/২০২০ ইং তারিখে কুমিল্লা সদর
দক্ষিণ থানা সংলগ্ন চন্দু হোটেল-2 তে
মাওলানা নোমান কাসেমী এর দ্বারা প্রকাশিত
হয়ে অরাজনৈতিক আন্দোলন হেফাজতে তৌহীদ
এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করি.
যার পর আমি আর এই ধরনের বক্তব্য
প্রদান করব না মর্মে দুঃখ প্রকাশ করছি,
আমি আমার ভুল স্বীকার করেছি।

সভাপতি, কুমিল্লা জেলা
হেফাজতে তৌহীদ
ওমর ফারুক
৩/১২/২০

যোবায়ের আহমদ
৩/১২/২০

উপস্থিত সাক্ষীগণের স্বাক্ষর
১ম পক্ষ
১। মোঃ ময়নাল হকিম
২। মোঃ মোসলেম উদ্দিন ''

২য় পক্ষ
১। জোবায়ের আহমেদ
২। মোঃ হাবিবুর রহমান

মিথ্যা গুজব রটানো ধর্মব্যবসায়ীদের মুচলেকার কাগজ।

জালিয়াতি ৭

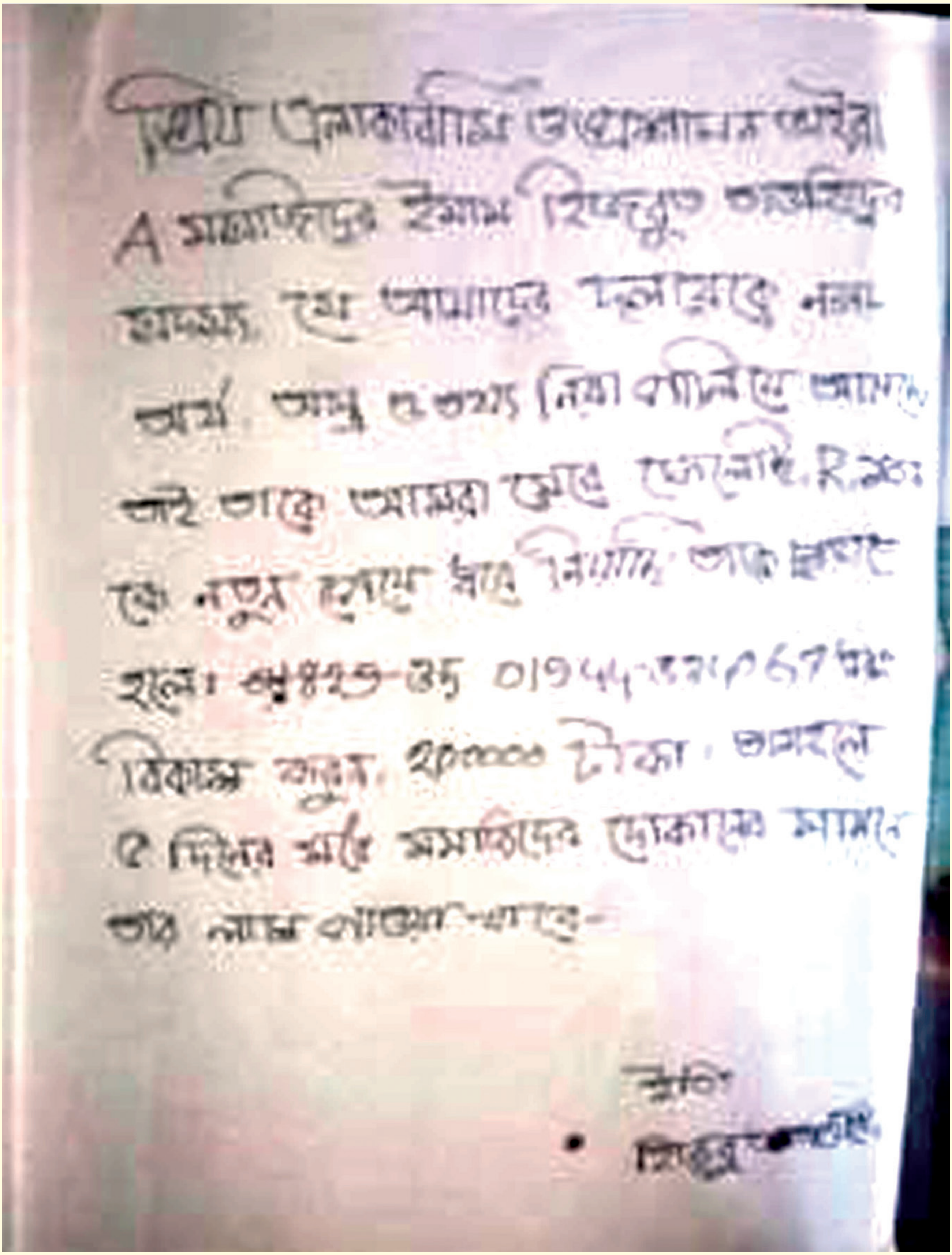

২০১৯ সালের আগস্টে নারায়ণগঞ্জের একটি মসজিদের ইমামের গলাকাটা লাশের সাথে এই চিরকুট পাওয়া যায়।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৮ আগস্ট, ২০১৯ ১৬:১৮

সোনারগাঁয়ে ইমাম হত্যার আসামি গ্রেপ্তার, কাজে আসেনি 'চিরকুট'

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মল্লিকপাড়া জামে মসজিদের ইমাম দিদারুল ইসলামকে জবাই করে হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ঘাতক ওয়াহিদুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৮ আগস্ট) ভোরে তাকে মাদারীপুর শিবচর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামি ইমামকে হত্যার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের মল্লিকপাড়া বাইতুল জালাল জামে মসজিদের ইমাম দিদারুল ইসলামের কাছ থেকে টাকা ধার নেন তার বন্ধু ওয়াহিদুজ্জামান। নিহত ইমাম দিদারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরেই তার পাওনা টাকা চেয়ে আসছিলেন। ওয়াহিদুজ্জামান মাদারীপুর শিবচর এলাকার একটি মসজিদের ইমাম। গত বুধবার (২১ আগস্ট) রাতে মল্লিকপাড়া মসজিদের ইমাম দিদারুল ইসলামের আসার সময় তার বন্ধু ওয়াহিদুজ্জামান দুটি কোকের বোতল নিয়ে আসেন। এর মধ্যে একটি বোতলে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল। ঘুমের ওষুধ মেশানো বোতলটি ইমাম দিদারুল ইসলামকে খেতে দেওয়া হয় এবং অন্য বোতলটি সে নিজে খায়। খাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে দিদারুল ইসলাম ঘুমিয়ে পড়লে তার শয়নকক্ষে রাখা কোরবানির পশু জবাইয়ের ছুরি দিয়ে তাকে জবাই করে। পরে ঘাতকের রক্তমাখা লুঙ্গি ও দুটি কোকের বোতল মসজিদের পাশের ডোবায় ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরের দিন নিহত ইমাম দিদারুল ইসলামের ভাই মিজানুর রহমার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সোনারগাঁ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। নিহত দিদারুল ইসলাম নড়াইলের কালিয়া উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আফতাব ফরাজীর ছেলে।

এদিকে ঘটনার ৬ দিন পর সোনারগাঁ থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে মাদারীপুর এলাকা থেকে দিদারুল ইসলামের খুনি ওয়াহিদুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে। পরে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বুধবার দুপুরে মল্লিকপাড়া মসজিদের পাশের ডোবা থেকে রক্তমাখা লুঙ্গি ও কোকের দুটি বোতল আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে-পূর্ব বিরোধের জের ধরে নারায়নগঞ্জের ঐ ইমামকে হত্যা করে মাদারীপুরের আরেক ইমাম। তারপর হেযবুত তওহীদকে ফাঁসানোর জন্য মিথ্যা চিরকুট রেখে দেয়। হত্যাকারী ইমামকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

জালিয়াতি ৮

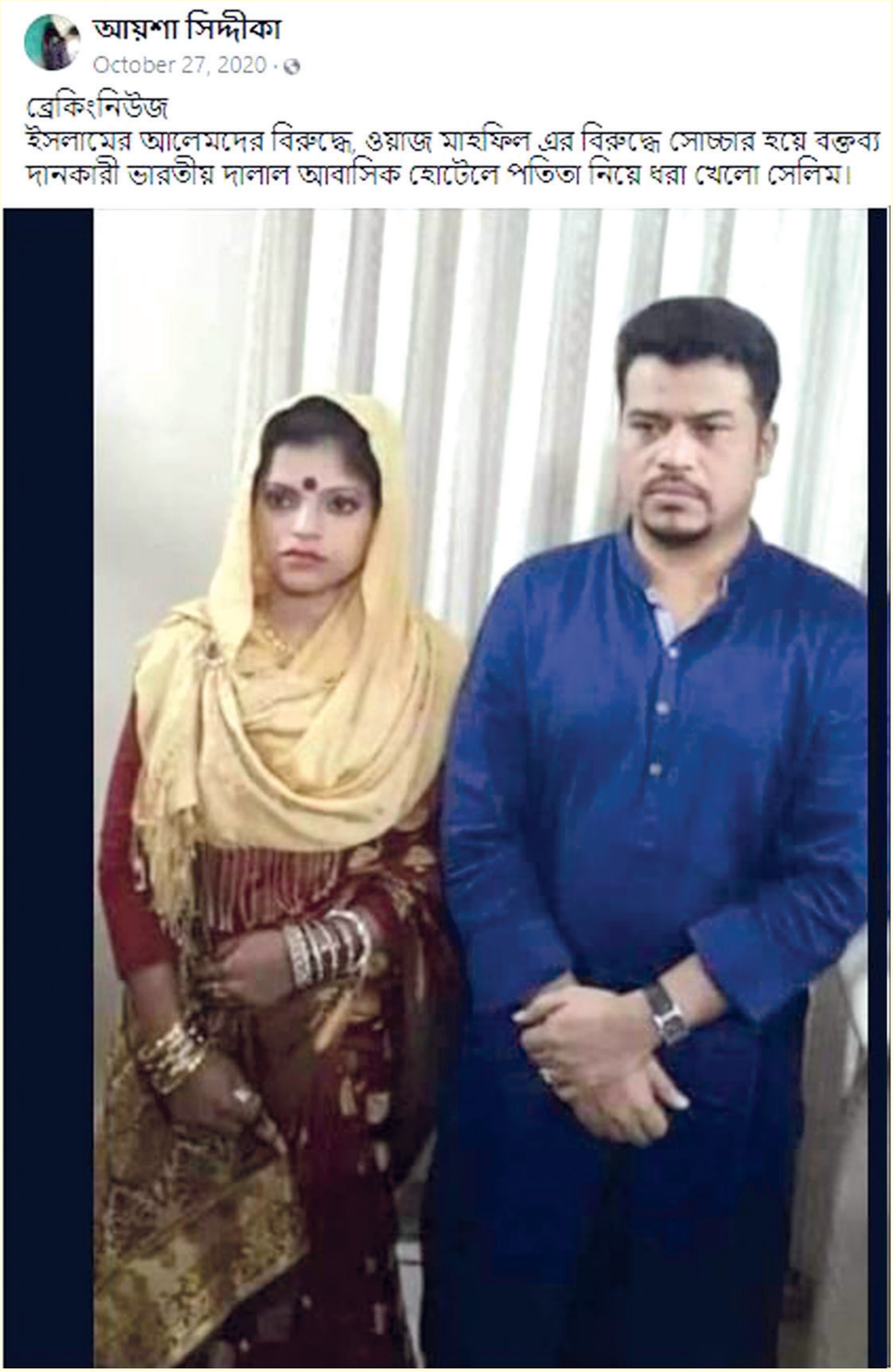

এভাবেই আপত্তিকর মিথ্যা ক্যাপশন জুড়ে দিয়ে এই ছবিটি ধর্মব্যবসায়ীরা হাজার হাজার আইডি থেকে ফেসবুকে ভাইরাল করে দেয়। চলুন দেখা যাক এই ছবিটি তারা কোথায় পেয়েছে এবং এটি কিসের ছবি।

মূলত ছবিটি হেযবুত তওহীদের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের। বিয়ের পর ফটোসেশন পর্বে নব দম্পতি মাননীয় এমামের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ছবিটি ফেসবুক থেকে ডাউনলোড করে। তারপর ক্রপ করে ছবি থেকে বরকে কেটে ফেলে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বর ও কনে।

জালিয়াতি ৯

র‍্যাবের হাতে আটক হওয়া এই যুবকের ছবির সাথে হেযবুত তওহীদের সাড়া জাগানো এবং সরকারি দপ্তরে আইএসবিএন নিবন্ধিত কিছু বই-এর ছবি জুড়ে দিয়ে এভাবেই অপপ্রচার চালানো হয়েছে 'জঙ্গীবাদি বইসহ হেযবুত তাওহীদের কর্মী গ্রেফতার' বলে। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি জালিয়াতি।

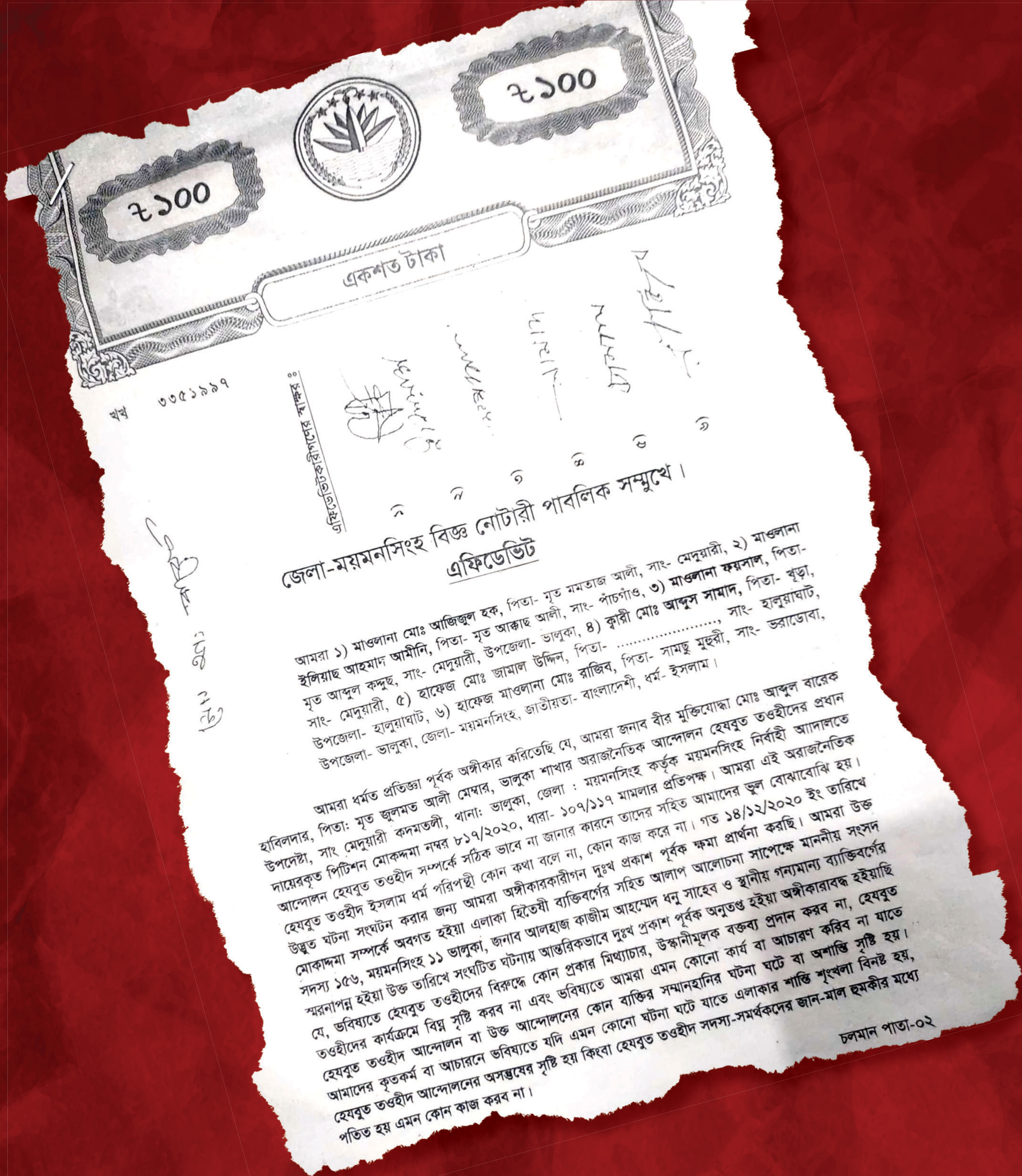

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খখ ৩৩৫১৯৯৭

এফিডেভিটকারীগণের স্বাক্ষরঃ

জেলা-ময়মনসিংহ বিজ্ঞ নোটারী পাবলিক সম্মুখে।

এফিডেভিট

আমরা ১) মাওলানা মোঃ আজিজুল হক, পিতা- মৃত মমতাজ আলী, সাং- মেদুয়ারী, ২) মাওলানা ইলিয়াছ আহমাদ আমীনি, পিতা- মৃত আক্কাছ আলী, সাং- পাঁচগাঁও, ৩) মাওলানা ফয়সাল, পিতা- মৃত আব্দুল কদ্দুছ, সাং- মেদুয়ারী, উপজেলা- ভালুকা, ৪) ক্বারী মোঃ আব্দুস সামাদ, পিতা- বুড়া, সাং- মেদুয়ারী, ৫) হাফেজ মোঃ জামাল উদ্দিন, পিতা- ...., সাং- হালুয়াঘাট, উপজেলা- হালুয়াঘাট, ৬) হাফেজ মাওলানা মোঃ রাজিব, পিতা- সামছু মুহুরী, সাং- ভরাডোবা, উপজেলা- ভালুকা, জেলা- ময়মনসিংহ, জাতীয়তা- বাংলাদেশী, ধর্ম- ইসলাম।

আমরা ধর্মত প্রতিজ্ঞা পূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল বারেক হাবিলদার, পিতাঃ মৃত জুলমত আলী মেম্বার, ভালুকা শাখার অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদের প্রধান উপদেষ্টা, সাং মেদুয়ারী কদমতলী, থানাঃ ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ কর্তৃক ময়মনসিংহ নির্বাহী আদালতে দায়েরকৃত পিটিশন মোকদ্দমা নম্বর ৮১৭/২০২০, ধারা- ১০৭/১১৭ মামলার প্রতিপক্ষ। আমরা এই অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে সঠিক ভাবে না জানার কারনে তাদের সহিত আমাদের ভুল বোঝাবোঝি হয়। হেযবুত তওহীদ ইসলাম ধর্ম পরিপন্থী কোন কথা বলে না, কোন কাজ করে না। গত ১৪/১২/২০২০ ইং তারিখে উদ্ভুত ঘটনা সংঘটন করার জন্য আমরা অঙ্গীকারকারীগন দুঃখ প্রকাশ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা উক্ত মোকাদ্দমা সম্পর্কে অবগত হইয়া এলাকা হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে মাননীয় সংসদ সদস্য ১৫৬, ময়মনসিংহ ১১ ভালুকা, জনাব আলহাজ কাজীম আহম্মেদ ধনু সাহেব ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের স্মরনাপন্ন হইয়া উক্ত তারিখে সংঘটিত ঘটনায় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ পূর্বক অনুতপ্ত হইয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি যে, ভবিষ্যতে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মিথ্যাচার, উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করব না, হেযবুত তওহীদের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করব না এবং ভবিষ্যতে আমরা এমন কোনো কার্য বা আচারণ করিব না যাতে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন বা উক্ত আন্দোলনের কোন ব্যক্তির সম্মানহানির ঘটনা ঘটে বা অশান্তি সৃষ্টি হয়। আমাদের কৃতকর্ম বা আচারনে ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে যাতে এলাকার শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট হয়, হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের অসন্তুষের সৃষ্টি হয় কিংবা হেযবুত তওহীদ সদস্য-সমর্থকদের জান-মাল হুমকীর মধ্যে পতিত হয় এমন কোন কাজ করব না।

চলমান পাতা-০২

প্রকাশকাল: জুন, ২০২১; সেপ্টেম্বর ২০২১ (২য় প্রকাশ)

ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.org
ইমেইল: hezbuttawheed1995@gmail.com

ইউটিউব:
www.youtube.com/hezbuttawheed

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত